দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

01

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ছয়টি বিষয় চালুর অনুমোদন এখনো মেলেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৩১শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি বিষয় খোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের অভাবে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের ১ বছরেও কার্যকর হয়নি। মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পাঠানোর এক বছর পরও মঞ্জুরি কমিশন তার অনুমোদন দেয়নি। পূর্ববর্তী ছয়টি বিষয় খোলার অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে আবার তিনটি বিষয় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিষয় তিনটি হল এপ্লাই ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড ফিজিক্স, এপ্লাই ম্যাথমেটিক্স এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স ও এপ্লাই ক্যামিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল সায়েন্স। বিশ্ববিদ্যালয় বত্রিশতম একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯শে অক্টোবর ১০৩তম সিন্ডিকেট সভায় বিষয় তিনটি খোলার সিদ্ধান্ত নেবে। সেটা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি অনুমোদন পেলে '৯৫ সালের মাঝামাঝিতে শিক্ষক এবং '৯৬ সাল হতে ছাত্র ভর্তি করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) সূত্রে জানা গেছে।

৭-৯-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় অংক, পরিসংখ্যান, তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম দর্শন ধর্মতত্ত্ব, ইসলামিক স্টাডিজ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠালে টাকার সংকুলান করতে ব্যর্থতার কথা জানিয়ে বিষয়গুলো খোলার অনুমোদন দেয়া হয়নি। ৯৩/৯৪ সেশনে বিজ্ঞান অনুষদ খোলার সিদ্ধান্ত থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান অনুষদ খোলার জন্য '৯৩ সালের প্রথম দিকে একটি ফিজিবিলিটি কমিটি তৈরি হয়েছিল; কিন্তু ফিজিবিলিটি কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আরেকটি পর্যালোচনা কমিটি তৈরি করা হয়। পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২তম একাডেমিক এবং ১০৩ তম সিন্ডিকেট সভায় নতুন তিনটি বিষয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। তবে প্রথম দিকে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান হবে না বলে বিজ্ঞান অনুষদের জন্য তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল বিষয় অংক ও পরিসংখ্যান খোলার কথা শোনা গেলেও বিষয় দু'টি খোলার জন্য গুরুত্ব পায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিযোগ, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের বেশ কয়েকজন সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের ছেলে ও আত্মীয়রা কয়েকটি বিভাগে পাস করে বসে আছে। তাদের চাকরিতে ঢোকানোর জন্যই বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলো খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।